সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৯
WEEKLY BOOKLET:359

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার
নবম পীর ও মুর্শিদের জীবনীর নামকরণ

ফয়যানে মারুফ কারখী رحمۃ اللہ علیہ

ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ০৫
দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্তির ফলাফল ২০
পানির উপর চলিতেন আর বাতাসে উড়তেন ১০
দোয়া কবুল হওয়ার স্থান ২৬

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

ফয়যানে মারূফ কারখী

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ 'ফয়যানে মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ' পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে বুযুর্গানে দ্বীনের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ ফয়যান দ্বারা ধন্য করে তার মাতাপিতাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসিব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কখনো আযাব দেন না (দরুদ শরীফের ফযিলত)

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি দান করেন তাকে কখনো আযাব দেন না। **(আফদ্বালুস সালাত আলা সায়্যিদিস সা'আদাত, ৪০ পৃ:)**

হাশর কি তেরগি, সিয়াহী মে নুর হে, শময়ে পুর যিয়া হে দরুদ
ছোড়িউ মত দরুদ কো, কাফি রাহে জান্নাত কা রেহনুমা হে দরুদ

(দিওয়ানে কাফি, ২৩ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৫০০টি স্বর্ণ মুদ্রা

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্বাস মু'দিব رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: এক সৈয়দ সাহেব আমার প্রতিবেশে থাকতো যাঁর পরিবারের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিলো না, তিনি আমাকে তাঁর ঘটনাবলি শুনালেন যে, আমার বাচ্চার জন্ম হলো আর আমার ঘরে কোন কিছু ছিলো না যা আমি আমার স্ত্রী (wife) কে খাওয়াবো। অসহায় স্ত্রী আমাকে আবেদন করলো: হে আমার মাথার মুকুট! আমার অবস্থা আপনার সামনে, আমার খাবারের খুবই প্রয়োজন যাতে আমার দূর্বলতা দূর হয়ে যায়, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু খেতে দিন। সৈয়দ সাহেব বললেন: আমি আমার স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে গেলাম এবং ইশার নামাযের পর মুদির দোকানে গেলাম, যেটা থেকে আমি জিনিসপত্র নিতাম তার কাছে আমার কিছু ঋণও ছিলো। আমি তাকে আমার ঘরের অবস্থাদি বলে দ্রুত টাকা দিয়ে দেয়ার নিয়্যতে কিছু খাদ্যদ্রব্য চাইলাম কিন্তু সে পরিষ্কার না করে দিলো। আমি চিন্তিত হয়ে অন্য দোকানদারের কাছে গেলাম আর তাকেও এভাবে বলেছিলাম কিন্তু সেও দিতে রাজি হলো না। মোটকথা! যার যার থেকে পাওয়ার আশা ছিলো, তাদের সকলের কাছে গিয়েছি কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করলো না। আমি অনেক উদাস হয়ে ভাবতে লাগলাম এখন আর কার কাছে যাবো এই চিন্তায় আমি দজলা নদীর দিকে গেলাম, সেখানে এক মাঝিকে দেখলাম যে, মুসাফিরের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে সে ডাক দিলো যদি কোন মুসাফির থাকেন তবে চলে আসুন। আমি নৌকার উঠলাম আর নৌকা চলা শুরু করলো। নৌকা চালক আমাকে বললো: আপনি কোথায় যাবেন? আমি বললাম: আমি জানি না। মাঝি অবাক হয়ে বললো: আপনি

www.dawateislami.net

আপনার গন্তব্য কোথায় সেটাও জানেন না আর নৌকায় এসে বসে গেলেন? আমি মাঝিকে আমার পরিবারের অবস্থাদি খুলে বললাম, তখন সে খুবই সহানুভূতি নিয়ে বলতে লাগলো: ভাই আমার! চিন্তা করবেন না, আমার যতটুকু সামর্থ আছে আমি আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। এরপর সে এক জায়গায় নৌকা থামালো আর দজলা নদীর কিনারায় একটি মসজিদে গিয়ে বলতে লাগলো: আমার ভাই! এই মসজিদে একজন বুযুর্গ দিনরাত ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, আপনি তাঁর মাধ্যমে দোয়া করান, আল্লাহ পাক চান তো অবশ্যই আপনার চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

সৈয়দ সাহেব বললেন: আমি অযু করে মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম সেই বুযুর্গ মেহরাবে নামায আদায় করছেন। আমিও দুই রাকাত আদায় করলাম আর সালাম করে তাঁর পাশে বসে গেলাম। নিজের কার্যাদি শেষ করে সেই বুযুর্গ আমাকে বলতে লাগলেন: আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি কে? আমি আমার সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম, সেই বুযুর্গ আমার কথাগুলো খুবই মনোযোগ সহকারে শুনলেন এরপর নামায পড়তে লাগলেন। বাহিরে বৃষ্টি হতে লাগলো আমি খুবই ভয় পেলাম আর ভাবতে লাগলাম যে, আমি আমার ঘর থেকে কতো দূরে চলে আসলাম, না জানি পরিবারের লোকদের কি অবস্থা হবে? আমি এই প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে কিভাবে যাবো। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো আর সেই বুযুর্গের পাশে এসে বসলো। সেই বুযুর্গ যখন নামায শেষ করলেন তখন ঐ ব্যক্তিটি আরয করলো: হুযুর! আমি অমুক ব্যক্তির প্রতিনিধি, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার খেদমতে কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। এটা শুনে সেই বুযুর্গটি বলতে লাগলেন: ঐসব

www.dawateislami.net

টাকা এই সৈয়দ শাহজাদার খেদমতে পেশ করুন। সে আশ্চর্য হয়ে বললো: হুযুর! এখানে পাঁচশত (৫০০) দিনার রয়েছে। বললেন: জি! এসবকিছু তাঁকে দিয়ে দিন। সে সবগুলো টাকা আমাকে দিয়ে দিলো। আমি সব টাকা চাদরে রাখলাম আর হযরতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ঘরের দিকে রওনা হলাম, আমার এলাকায় পৌঁছে সেই দোকানদারকে বললাম: আল্লাহ্ পাক তাঁর রিযিকের ভান্ডার থেকে আমাকে পাঁচশত (৫০০) দিনার দান করেছেন। তুমি আমার কাছ থেকে যত টাকা পাবে তা নিয়ে নাও আর আমাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য দাও। দোকানদার বললো: আপতত এই টাকাগুলো আপনার কাছেই রাখুন আর যা যা চান নিয়ে যান অতঃপর সে মধূ, চিনি, তেল, চাল, চর্বি আরও অনেক খাবার জিনিস আমাকে দিলো, আমি বললাম: আমি এতগুলো জিনিস কিভাবে নিবো এরপর আমরা দুইজনেই সেগুলো তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ঘরে পৌঁছলাম তো দরজা খোলা ছিলো, আমার স্ত্রী আমাকে দেখে অভিযোগ করে বললো: আপনি এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলেন, ক্ষুধা আর দূর্বলতা আমার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। আমি বললাম: আল্লাহ্ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের পেরেশানী দূর হয়ে গেছে, এই দেখো! ঘি, চর্বি, চিনি, তেল আরও অনেক খাবার পণ্য নিয়ে এসেছি, সে অনেক খুশি হলো, এরপর সকলে খাবার খেয়ে আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করলো। সকালে যখন আমি আমার স্ত্রীকে ঐসব দিনার দেখিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললাম তখন সে অনেক আনন্দিত হলো এবং এই অদৃশ্য সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো, অতঃপর আমরা কিছু জমিন ক্রয় করলাম যাতে চাষ করে সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের খরচাদি পূরণ করতে পারি। আল্লাহ্ পাক ঐ

বুযুর্গের বরকতে আমাদের দারিদ্রতা ও অভাব দূর করলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করো।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ২৭৬, ২৭৭ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনারা কি জানেন? আল্লাহ পাকের এই নেককার বান্দা ও মকবুলুদ দোয়া বুযুর্গ কে ছিলেন? তিনি হলেন সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার নবম পীর ও মূর্শিদ হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه।

পরিচিতি ও বেলাদত

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার নবম পীর ও মূর্শিদ, মহান তবে' তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নাম: মারূফ, উপনাম: আবু মাহফুয। তিনি বাগদাদ শরীফের "কারখ" নামক এলাকায় জন্মগ্রহন করেন এই কারণে তাঁকে "কারখী" বলা হয়ে থাকে। তিনি তবে' তাবেয়ী[১] বুযুর্গ ও ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুকাল্লিদ ছিলেন। **(মাসালিকুস সালিকিন, ১/২৮৬, ২৮৭ পৃ:)**

ইসলাম গ্রহনের ঘটনা

হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খান্দান পূর্বে অমুসলিম ছিলো। আল্লাহ পাকের রহমত ও তাঁর বরকতে সকলে ইসলামের

---

১. তাবেয়ী তাঁদেরকে বলা হয় যারা সাহাবিদের সাথে ঈমান সহকারে সাক্ষাত করেছেন আর তাঁদের ইন্তেকালও ঈমানের উপর হয়েছে আর তবে' তাবেয়ী বলা হয় তাঁদেরকে যারা তাবেয়ীদের সাথে ঈমান সহকারে সাক্ষাত করেছে এবং ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছেন।

(মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, ১১৭ পৃ:)

ছায়াতলে চলে আসে। তাঁর ইসলাম কবুল করার ঘটনা খুবই হৃদয়গ্রাহী ও আশ্চর্যজনক, তাঁর ভাইয়ের বর্ণনা আমি ও আমার ভাই হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পড়তে যেতাম। আমরা তখন অমুসলিম ছিলাম, আমাদের অমুসলিম শিক্ষক বাচ্চাদেরকে مَعَاذَ الله কুফর ও শিরিক শিক্ষা দিতো, আমার ভাই "মারূফ" উচ্চ আওয়াজে আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ আল্লাহ এক, তিনি এক) বলতো, তখন অমুসলিম ওস্তাদ তাঁকে অনেক মারধর করতো এমনকি একদিন সে তাঁকে এমনভাবে প্রহার করলো (যার কারণে) সে কোথায় যেনো চলে গেলো। আমার আম্মা কান্না করতে করতে বললো: যদি আল্লাহ পাক আমার "মারূফ" কে ফিরিয়ে দেন তাহলে সে যেই দ্বীনের উপর থাকবে আমিও সেই দ্বীনের উপর আমল করবো। অনেক বছর পর হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর আম্মাজানের কাছে আসলেন তখন আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলেন: পুত্র! তুমি কোন দ্বীনের উপর রয়েছো? তিনি বললেন: "দ্বীনে ইসলামের উপর" আম্মাজান اَشۡهَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَ رَسُوۡلُهٗ ط পাঠ করলেন। এইভাবে সম্মানীত আম্মাজান ও আমরা সকলে মুসলমান হয়ে গেলাম। **(বাহরুদ দুমু ৩৯ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় আলোচনা

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর প্রত্যেক মুরীদ ও তালিবকে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া দান করেছেন, যাতে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার নবম তাবে তাবেয়ী বুযুর্গ,

www.dawateislami.net

হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও দশমতম পীর ও মূর্শিদ হযরত সারী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসিলায় এইভাবে দোয়া করেছেন:

বেহরে মারুফ ও সারী মারূফ দেয় বে খুদ সারী

শব্দ ও অর্থ: বেহরে: ওয়াস্তে। মারূফ: কল্যাণ। বে খুদ সারী: বিনয়ি, আনুগত্য।

দোয়ার পংক্তির সারাংশ

হে আল্লাহ পাক! আমাকে হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসিলায় নেকী ও কল্যাণ দান করো এবং হযরত সারী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসিলায় বিনয়ি ও আনুগত্যশীল বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরবি শাজারা

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি আরবি শাজারা শরীফ, দরূদ শরীফ আকারে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি এতে হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা এইভাবে করেছেন: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ مَعْرُوْفِ نِ الْكَرْخِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ" হে আল্লাহ পাক তুমি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অনুগ্রহ ও বরকত অবতীর্ণ করো এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবা এবং আমাদের সর্দার শায়খ মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপরও। **(তারিখ ও শরাহ শাজারায়ে কাদেরীয়া বারকাতিয়া রযবীয়া, ১৫৪ পৃ:)**

অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহন

হযরত আমের বিন আব্দুল্লাহ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার প্রতিবেশে এক অমুসলিম থাকতো। একদিন সে আমার নিকট এসে বলতে লাগলো: হে আবু আমের! প্রতিবেশি হওয়ার ভিত্তিতে আপনার উপর আমার হক রয়েছে, আমি দিন ও রাতের সৃষ্টিকারীর ওয়াস্তা দিয়ে বলছি আমাকে আল্লাহ পাকের কোন ওলির নিকট নিয়ে চলুন যাতে তিনি যেনো আমার জন্য সন্তানের দোয়া করেন। আমার হৃদয়ে সন্তানের অনেক আশা, আমি তাকে নিয়ে হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং সমস্ত বিষয় খুলে বললাম। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন সে বলতে লাগলো: হে মারূফ! আল্লাহ পাক যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে হেদায়ত দান করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না, আমি আপনার কাছে শুধুমাত্র দোয়ার জন্য এসেছি। তিনি কিছুটা এইভাবে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! একে এমন সন্তান দান করো যে তার মা-বাবার সাথে সদাচারণ করবে এবং তারা উভয়ে তার হাতে যেনো মুসলমান হয়ে যায়। আল্লাহ পাক তাঁর মকবুল বান্দার দোয়া কবুল করলেন আর সেই অমুসলিমকে এমন একজন সন্তান দান করলেন, যে তার মেধা বুদ্ধিতে তার সময়কার সমস্ত বাচ্চার চেয়ে এগিয়ে ছিলো। যখন সে কিছুটা বড় হলো তখন তার বাবা তাকে তার ধর্মের শিক্ষা দেয়ার জন্য ভর্তি করায় দিলো। সে অমুসলিম শিক্ষক তাকে তার হাতে একটি বোর্ড দিয়ে শবে মাত্র “বলবে” তখন সেই বাচ্চাটি বলতে লাগলো: আমার মুখকে খোদা নয় এমন কাউকে খোদা বলা থেকে আটকে দেয়া হয়েছে এবং আমার হৃদয় আমার প্রতিপালকের ভালোবাসায় মগ্ন রয়েছে। এরপর বাচ্চাটি এমন সুন্দর তথ্য ও আল্লাহ পাকের পরিচয়ের গভীর

www.dawateislami.net

বিষয়াদি বললো, যা শুনে শিক্ষক অবাক হয়ে গেলো এবং তার হৃদয় জীবিত হয়ে গেলো। সে বুঝে গেলো যে, দ্বীনে ইসলামই হলো সত্যিকার ধর্ম। এরপর বাচ্চাটি কিছু পঙক্তি পাঠ করলো, যার সারাংশ হলো: তিনি কি সত্য নয় যিনি কাঁদায়, হাসায়, জীবন ও মরণ দান করেন, সৃষ্টির জন্য ফসল ফলায়? নিশ্চয় তিনিই হলেন ইবাদতের উপযুক্ত সুতরাং তাঁর দরজা বাদ দিয়ে কার দরজায় যাবে তখন সে ক্ষতি করে বসবে, তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ করতে দেখার পরও তা গোপন রাখেন আর আপন বান্দাদের না চাইতেও দান করেন। তিনি গুনাহগার বান্দাদের ক্ষমা করেন যখন অমুসলিম শিক্ষক বাচ্চাটির ঈমান উদ্দীপক কথাগুলো শুনলো তখন তার হুশ ফিরে আসলো এবং সে মনে মনে কালিমায়ে শাহাদাত: "اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ" পাঠ করলো। এরপর বাচ্চাটিকে তার বাবার কাছে নিয়ে আসলো। যখন তার বাবা উভয়কে একসাথে আসতে দেখলো তখন খুশি হয়ে শিক্ষককে বললো: আপনি আমার বাচ্চাকে কেমন মেধাবি পেয়েছেন? অতঃপর সে সমস্ত ঘটনা বাচ্চার বাবাকে খুলে বললো। বাবা বললো: আল্লাহ পাকের শপথ! আমার ছেলে হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দোয়ার বরকতেই এই মর্যাদায় পৌঁছতে পেরেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সত্যিকার রাসূল। এরপর বাচ্চার মা ও পরিবারের সকলে ইসলাম গ্রহন করলো।

(আর রউদ্বুল ফায়িক্ব, ১৮৬ পৃ:)

দোয়ায়ে অলি মে ইয়ে তা'ছির দেখি, বদলতী হাজারো কি তাকদীর দেখি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শানে মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

হযরত আবু মাহফুয মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আহলে বাইতে নবুয়তের প্রদীপ, হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে অনেক ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তিনি তাঁর সময়কার অনেক বড় আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত আব্দুল ওয়াহাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চেয়ে বড় যাহিদ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি বিমুখ) আর কাউকে দেখিনি। **(তারিখে বাগদাদ, ১৩/২০৮ পৃ:)**

পানির উপর হাঁটতেন আর বাতাসে উড়তেন

হযরত ইবনে মারদুভিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমরা হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাহচর্যে বসা ছিলাম, ঐদিন আমি তাঁর চেহারা মুবারক হাস্যজ্জল দেখলাম তখন আরয করলাম: হে আবু মাহফুয! আমি জানতে পারলাম যে, আপনি পানির উপর হাঁটেন? তখন তিনি বললেন: আমি কখনো পানির উপর চলিনি বরং যখন আমি পানি পার করার ইচ্ছাপোষণ করি তখন সেটার দুই দিক (Sides) পরস্পর মিলে যায় আর আমি সেটার উপর পা রেখে হাঁটতে থাকি।

হযরত হাসান বিন আব্দুল ওয়াহাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: লোকে বলে যে, হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পানির উপর দিয়ে হাঁটে, যদি আমাকে বলা হয় যে, তিনি বাতাসে উড়েন তবে আমি এই কথাটিরও সত্যায়ন করবো। **(আর রউদুল ফায়িক্, ১৮৩ পৃ:)**

মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফারসি শে'রের মধ্যে আরয করেন:

www.dawateislami.net

ইয়া শাহে মারূফ মা রা রাহ সুয়ে মারুফ দিহ

অনুবাদ: হে হযরত মারূফ কারখী (হে নেককারদের বাদশাহ)! আমাকে নেকীর দিকে ধাবিত করে দাও!

হযরত মারূফ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মর্যাদা ও ইলমের হাকিকত

কোটি কোটি হাম্বলীদের মহান ইমাম, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও অনেক বড় মুহাদ্দিস হযরত ইয়াহইয়া বিন মুঈন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সহ অনেকে হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট গিয়ে মাসআলা জেনে নিতেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার সম্মানীত পিতাকে আরয করলাম: আমি শুনেছি যে আপনি হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট যেতেন, তাঁর নিকট কি ইলমে হাদিস ছিলো? তখন তিনি বললেন: হে আমার কলিজার টুকরো! তাঁর নিকট ইলমের হাকিকত অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তাকওয়া (অর্থাৎ আল্লাহ পাককে ভয়) ছিলো। **(কুতুল কুলুব, ১/২৬৩ পৃ:)**

সিজদা সাহুর বিষয়

কোটি কোটি হাম্বলীদের মহান ইমাম, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও অনেক বড় মুহাদ্দিস হযরত ইয়াহইয়া বিন মুঈন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট গেলেন। হযরত ইয়াহইয়া বিন মুঈন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি তাঁর কাছে "সিজদা সাহুর" ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে চুপ থাকতে বললেন কিন্তু তিনি চুপ রইলেন না আর আরয করলেন: হে আবু মাহফুয! আপনি সিজদা সাহুর ব্যাপারে কি বলেন?

www.dawateislami.net

হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এটি হৃদয়ের জন্য শাস্তি যে, সে নামায থেকে উদাসিন হয়ে অন্য দিকে কেনো মনোযোগি হলো। এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এই কথাটি আপনার মেধার শক্তির প্রমাণ বহন করছে। **(তারিখে বাগদাদ, ১৩/২০১, ২০২ পৃ:)**

স্বভাব মুবারক ও পবিত্র চরিত্র

সিলাসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়ার নবম তাবে তাবেয়ীন বুযুর্গ, হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছু গ্রহন করতেন না বরং প্রয়োজন সাপেক্ষেই নিতেন। তিনি বলেন: আমি আমার প্রতিপালকের ঘরের মেহমান, যদি তিনি আমাকে খাওয়ান তবে আমি আহার করে নিই যদি তিনি আমাকে ক্ষুধার্ত রাখেন তবে ধৈর্যধারণ করি এমনকি তিনি আহার করিয়ে দেন। তিনি না কোন জিনিস জমা করে রাখতেন আর না আশা বেঁধে রাখতেন বরং তিনি বেলায়তের ঐ মহান মর্যাদায় আশীন ছিলেন যে, এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামায পর্যন্ত জীবিত থাকার ভরসা হতো না, যখন যোহরের নামায পড়ে নিতেন তখন নিজের সাথীদের বলতেন: “নিজের জন্য এমন কোন ব্যক্তি তালাশ করে নাও, যে তোমাকে আসরের নামায পড়াবে।” মূলত তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আলীশান বাণী: “ঐ মহান সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যখন আমি নিজের চোখ বন্ধ করি তখন এমন ধারণা হয় যে, না জানি পলক খোলার আগে আল্লাহ পাক আমার জান কবয করে নেন আর যখন আমার চোখের পলক উঠাই তখন মনে হয় যেনো কখন জানি পলক নিচের দিকে ঝুকানোর পূর্বে মৃত্যুর ওয়াদা চলে আসে এবং যখন কোন লুকমা নিই তখন ধারণা হয় যে সেটাকে

www.dawateislami.net

কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো না মৃত্যু হয়তো সেটাকে আটকে দিবে। হে আদম সন্তান! যদি তোমাদের বিবেক থাকে তবে নিজেরা নিজেদেরকে মৃতদের অন্তর্ভূক্ত মনে করো, কেননা তোমাদের সাথে যেই ওয়াদা করা হয়ে থাকে সেটা হয়েই যাবে।” **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫৫ পৃ:, হাদিস: ১০৫৬৪)** এটার উপর আমলকারী ছিলেন। **(কুতুল কুলুব, ২/৩০ পৃ:)**

হে আশিকানে আউলিয়া কেরাম! জীবনের দুইটি ধাপ রয়েছে, আমরা জানি না যে, আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ অংশ অতিবাহিত করেছি বা কম সময়, অবশ্য মৃত্যু যেকোন সময়, যেকোন স্থানে চলে আসতে পারে। আহ! আমরা যদি মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহনকারী হয়ে যেতাম এবং সর্বক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করতে থাকতাম, আহ! আমরা যদি সুন্নাতের রাস্তা অনুসরণ করে চলতাম, আহ! যখন আমাদের অন্তিম মূহুর্ত আসবে, মুখে কালিমায়ে তায়্যিবা ও দরূদ সালাম যেনো থাকে, মদীনায়ে পাক যেনো হয় এবং চোখের সামনে জলোওয়ায়ে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো হয়।

ঈমান পে দে মউত মদীনে কি গলি মে
মদফন মেরা মাহবুব কে কদমো মে বানা দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১২ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আযান দেয়ার সময় কম্পন সৃষ্টি হতো

আবু বকর বিন তালিব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আমি হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মসজিদে প্রবেশ করলাম, আমরা একটি দল আকারে ছিলাম, তিনিও ঘর থেকে মসজিদে তাশরিফ আনলেন এবং اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ

www.dawateislami.net

وَ رَحۡمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ বললেন, আমরা সালামের উত্তর দিলাম, তিনি দোয়া করলেন যে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে নিরাপদ ও প্রশান্তিময় জীবন দান করুক এবং আমাদের ও আপনাদেরকে দুনিয়ার পেরেশান থেকে শান্তি দান করুন। এরপর তিনি আযান দেয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন এবং আযান দেয়া শুরু করলেন তখন অস্থির হয়ে গেলেন এবং তাঁর খোদাভীতির কারণে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেলো, যখন তিনি اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا الله বললেন তখন তাঁর চোখের ভ্রু ও দাড়ি খাড়া হয়ে গেলো, আমাদের ভয় হলো যে, তিনি আযান সম্পন্ন করতে পারেন কিনা এবং তাঁর কোমরও ঝুকে গেলো, জমিনে পড়ে যাওয়ার উপক্রম ছিলো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৪ পৃ:, হাদিস: ১২৬৮৫)

তু ডর আপনা ইনায়াত কর রহে উস ডর সে আখেঁ তর
মিঠা খওফে জাহাঁ দিল সে মিঠা দুনিয়া কা গম মাওলা

রাতারাতি বাগদাদ শরীফ থেকে মক্কায়ে পাক

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার বুযুর্গ হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একবার তাওয়াফ করার আকাঙ্ক্ষা হলো, তখন তিনি রাতারাতি তাঁর শহর থেকে মদীনা শরীফ গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাওয়াফ করে পূনরায় ফিরে আসলেন। **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/৪৯১ পৃ:)**

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক তাঁর আউলিয়ায়ে কেরামদেরকে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ অনেক মর্যাদা ও সম্মান দ্বারা ধন্য করেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতের মধ্যে এক প্রকার কারামতকে “তায়্যিল আরদ” বলা হয় এর অর্থ হলো জমিনকে সংকুচিত করে দেয়া, আল্লাহ পাকের এসব আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ আল্লাহ পাকের দানক্রমে এক কদমে

www.dawateislami.net

অনেক মাইল অতিক্রম করে নিতেন, মূলত কয়েক মাসের সফর ঘন্টায়, মিনিটে অতিক্রম করে নিতেন। আমার পীর ও মূর্শিদ হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও ঐসব আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

যেটা আল্লাহ পাক চেয়েছেন সেটাই হয়েছে

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার নবম পীর ও মূর্শিদ, হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আজ সকালে আমার বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়েছে আর আমি সর্বপ্রথম আপনার নিকট এই সংবাদটি নিয়ে এসেছি যাতে আপনার বরকতে আমার ঘরে কল্যাণ অবতির্ণ হয়। হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: "আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর নিরাপত্তা ও হেফাযতে রাখুক। এখানে বসো আর একশতবার "مَا شَاءَ اللّٰہُ کَانَ" পাঠ করো অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেটা চেয়েছেন সেটা হয়েছে। সে একশতবার এটি পাঠ করলো তখন তিনি দ্বিতীয়বার পড়তে বললেন। সে পূনরায় একশতবার পড়লো তখন তিনি তাকে আবারও পাঠ করতে বললেন। মোটকথা এইভাবে পাঁচবার পড়তে বললেন। এরই মাঝে এক উজিরের আম্মার খাদেম একটি চিঠি ও থলে নিয়ে উপস্থিত হলো আর বললো: ইয়া সায়্যিদি! উম্মে জাফর আপনাকে সালাম জানিয়েছে, তিনি আপনার খেদমতে এই থলেটি পাঠিয়েছেন আর আরয করেছেন আপনি যেনো গরিব ও মিসকিনদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে দেন। এটা শুনে তিনি তাকে বললেন: "থলের টাকাগুলো একে দিয়ে দাও, তার ঘরে এক নবজাতকের জন্ম হয়েছে। দূত (সংবাদ আনয়নকারী) আরয করলো: এখানে ৫০০ দিরহাম রয়েছে, সবগুলো কি তাকে দিয়ে দিবো? তিনি বললেন "জি! সমস্ত টাকা তাকে দিয়ে দাও, সে পাঁচশতবার

www.dawateislami.net

"مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ" পাঠ করেছিলো। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন: "এই পাঁচশত দিরহাম তোমার মঙ্গল করুক, যদি এরচেয়ে বেশি পড়তে তবে আমিও ততো পরিমাণ বাড়িয়ে দিতাম। (যাও! এই টাকাগুলো নিজের পরিবারের জন্য খরচ করো)। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ২৭৭ পৃ:)**

মে হো সায়িল মে হো মাঙ্গতা   ইয়া কারখী মেরি ঝুলি ভরদো
হাত বাড়া কর ডাল দো টুকরা   ইয়া কারখী মেরি ঝুলি ভর দো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা আল্লাহ পাকের নৈকট্যের মাধ্যম

হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে কেউ আরয করলো: ইয়া সায়্যিদি! আমাকে বলুন যে, আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি (অর্থাৎ নৈকট্যতা) কিভাবে অর্জন করতে পারবো? তখন তিনি তার হাত ধরে এক বাদশার দরজায় নিয়ে গেলেন। দরজায় একজন গোলাম দন্ডায়মান ছিলো যার একটি পা ভাঙ্গা ছিলো। হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ ব্যক্তির দিকে ইশারা করে সেই ব্যক্তির হাত ধরে বললেন: এর মতো হয়ে যাও, আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জন করতে পারবে। (অর্থাৎ যেমনিভাবে এই গোলামটির পা ভাঙ্গা হওয়া সত্বেও তার মুনিবের দরজায় উপস্থিত রয়েছে তেমনিভাবে তুমিও সব সময় তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকো তাঁর ইবাদত করতে থাকো)। **(আর রউদ্বুল ফায়িক্ব, ১৮৩ পৃ:)**

হযরত মারূফ কারখীর গাউসে পাককে সালাম

খলিফায়ে গাউসে আযম শায়খ আলী বিন হায়তী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার মুবারকে হাজির হলাম আমার পীর ও মূর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সালাম দিলেন তো হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার শরীফ থেকে আওয়াজ আসলো: وَعَلَيۡكَ السَّلَامُ يَا سَيِّدَ اَهۡلِ الزَّمَانِ অর্থাৎ হে যমানার সর্দার আপনার প্রতিও সালাম। **(বাহজাতুল আসরার, ৫৩ পৃ:)**

জু অলি কবল থে ইয়া বা'দ হুয়ে ইয়া হোঙ্গে
সব আদব রাখতে হে দিল মে মেরে আক্বা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩ পৃ:)

আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিনয় ও নম্রতা

হযরত সায়্যিদুনা কাসিম বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতিবেশি ছিলাম, একরাতে আমি তাঁকে কান্না করতে ও এই পঙক্তি পড়তে শুনলাম: অনুবাদ: (১) কোন জিনিসটি আমাকে গুনাহ করাতে চায়, আমাকে গুনাহে লিপ্ত রাখতে চায় আর আমার কাছ থেকে দূর হচ্ছে না। (২) যদি তুমি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দাও তাহলে গুনাহ আমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এখন তো আমার বার্ধক্য এসে গেসে। **(২/২১২ পৃ:)**

দোয়ায়ে মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার নবম পীর ও মূর্শিদ, হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে

www.dawateislami.net

আবেদন করলো: ইয়া সায়্যিদি (অর্থাৎ হে আমার সর্দার)! দোয়া করুন যেনো আল্লাহ পাক আমার হৃদয় নরম করে দেন। তখন তিনি তাকে এই দোয়াটি পড়তে বললেন: "يَا مُلَيِّنَ الْقُلُوْبِ!لَيِّنْ قَلْبِیْ قَبْلَ اَنْ تُلَيِّنَه، عِنْدَ الْمَوْتِ" অর্থাৎ হে অন্তরসমূহকে নম্রকারী! আমার অন্তরকেও নম্র করে দাও এর পূর্বে যে, তুমি মৃত্যুর সময় এটাকে নরম করে দিবে। **(আর রউদ্বুল ফায়িক্ব, ১৮৫ পৃ:)**

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হৃদয়ের ভাবাবেগ কাকে বলে?

অন্তরের নম্রতাকে হৃদয়ের ভাবাবেগ বলে থাকে, এটি আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, হাদিসে পাকে রয়েছে; নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হৃদয়ের ভাবাবেগ (অর্থাৎ অন্তরের নম্রতা ও কান্না ইত্যাদির) সময়কার দোয়াকে গণিমত মনে করো কেননা তা রহমত।" **(কানযুল ঈমান, ১/৪৮, হাদিস: ৩৩৬৭)**

ওলামায়ে কেরাম বলেন: দুনিয়ায় সৌভাগ্যের মধ্য হতে একটি নিদর্শন হলো অন্তরের নম্রতা। **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ১২, সূরা হুদ, আয়াত: ১০৫, ৪/১৮৭)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরয করেন:

কলব পাথর সে ভী সখত হে ইস কো নরমী আতা কিজিয়ে
জগমগা দিজিয়ে কলবে সিয়াহ লুতফ বদরুদ দোজা কিজিয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫০৫ পৃ:)

তাকওয়ার চমৎকার উদাহরণ

হযরত উবায়েদ বিন মুহাম্মদ ওয়াররাক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: একবার হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কোথাও যাচ্ছিলেন তখন রাস্তায় একটি

কাঠ পড়েছিলো, এর উপর পা রেখে অতিক্রম করার পরিবর্তে তিনি সেই কাঠটি টপকিয়ে অতিক্রম করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এটাকে টপকিয়ে যাওয়ার কারণ কি? বললেন: এজন্য যে, এটির মালিক যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। (হতে পারে এই কাঠের উপর পা রাখার কারণে তা ভেঙ্গে যাবে অথবা দূর্বল হবে অথবা দাগ হওয়ার আশংখা হতে পারে যার কারণে তিনি এর উপর পা রাখেননি যাতে তার মালিক যেনো পরবর্তীতে পেরেশানগ্রস্ত না হয়)। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৯ পৃ:, হাদিস নং: ১২৭০৮)**

আমীরে আহলে সুন্নাতের সতর্কতা

আমার পীর ও মূর্শিদ, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হলেন পূর্ববর্তী বুযুর্গদের স্মরণ (অর্থাৎ তাঁর আমল ও আদর্শ দেখে বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم এর কথা স্মরণ আসে।) তিনিও খুবই মুহতাত ফিদ দ্বীন (অর্থাৎ অর্থাৎ দ্বীনি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনকারী), হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক প্রসঙ্গে তার একটি সতর্কতামূলক ঘটনা পাঠ করুন এবং মানুষের হকের দিকে খেয়াল রাখার মানসিকতা তৈরী করুন।

নওয়াব শাহ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান) এর ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে কিছু ইসলামী ভাই কোথাও যাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমিও তাদের সাথে ছিলাম। একটি গলি দিয়ে অতিক্রম করার সময় সামনে নূড়ি পাথর পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন যদি এইদিক দিয়ে যাই তবে ভয় রয়েছে যে, নূড়ি পাথরের কিছু অংশ ছড়িয়ে

পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং উচিত হলো যে, আমরা অন্য কোন স্থান দিয়ে বের হয়ে যাই, সুতরাং অন্য কোন গলির রাস্তা অবলম্বন করা হলো। (হুকুকুল ইবাদের সতর্কতা, ১৬ পৃ:) আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্তির ফলাফল

সিলসিয়ায়ে কাদেরীয়া আত্তারীয়ার দশম পীর ও মূর্শিদ, হযরত সারী সাকাতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে আরয করলাম: আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দা কোন কারণে তাঁর আনুগত্য করতে সক্ষম হয়? বললেন: তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা চলে যাওয়ার কারণে, যদি তাদের হৃদয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকতো তবে তারা একটি সিজদাও সঠিকভাবে করতে পারতো না।

(আল মুসতাতরাফ, ১৫৪ পৃ:)

বাগদাদ শরীফে ইন্তেকাল হওয়ার নির্দেশ

হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বাদদাদ শরীফের ব্যাপারে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: আমাকে তো বাগদাদ শরীফে মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেননা এই শহরের এই নেককার লোকটি সত্যিকার আবদালদের অন্তর্ভূক্ত। (ইত্তেহাফুস সাদাতিস মুত্তাকীন, ১২/৫৬০ পৃ:)

www.dawateislami.net

ইন্তেকাল শরীফ

ইলম ও আমল, ফয়েয ও অনুগ্রহের আলোকিত সূর্য ২ মুহাররম শরীফ ২০০ হিজরিতে এই দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে যাত্রা করেন, তাঁর জানাযার নামাযে তিনলাখ লোক অংশগ্রহন করেন।

(আর রউদুল ফায়িক্ব, ১৮৮ পৃ:)

তাঁর আজিমুশশান মাযার শরীফ বাগদাদের কবরস্থান হুযুরে গউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার শরীফ থেকে সামান্য (প্রায় ৬ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। হাজারো আশিকানে আউলিয়া তাঁর মাযার শরীফে উপস্থিত হয়ে নিজেদের হৃদয়কে শান্ত করে আর দোয়া কবুল হওয়া দ্বারা ধন্য হয়।

১ লাখ ২০ হাজার গুনাহগারের কবর থেকে আযাব চলে গেলো

এক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত যে, আমি আমার ভাইকে ইন্তেকালের একবছর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "হে আমার ভাই!" مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তখন সে উত্তর দিলো: এখন আমাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, কেননা যখন হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আমার পাশে দাফন করা হয়েছে তখন তাঁর ডানে ও বামে, সামনে ও পেছন দিক থেকে আযাবে গ্রেফতার রয়েছে এমন ত্রিশ হাজার গুনাহগারদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

(আর রউদুল ফায়িক্ব, ১৮৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মর্যাদা

হযরত আহমদ বিন ফাতাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, "আমি হযরত বিশর হাফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "আল্লাহ পাক হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে কি ফয়সালা করেছেন?" তখন তিনি বললেন: "আফসোস! হায় আফসোস! আমার ও তাঁর মাঝখানে অনেক পর্দা রয়েছে। হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জান্নাতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন না বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের স্পৃহা নিয়ে ইবাদত করতেন, সুতরাং আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম বন্ধু হিসেবে কবুল করেছেন এবং নিজের ও তাঁর মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে নিয়েছেন।" এটাই হলো চিরন্তন সত্য সুতরাং কোন ব্যক্তির যদি আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছু পেশ করার প্রয়োজন পড়ে তবে সে যেনো হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার শরীফে হাজির হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করে তবে اِنۡ شَآءَ الله তার দোয়া কবুল হবে।

(সিফাতুল সফওয়া, ২/২১৪ পৃ:)

প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান যুহরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা হলো; আমি আমার পিতা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এটি বলতে শুনেছি যে, হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কবরে আনওয়ারে সমস্ত প্রয়োজনাদি পূরণ হয়ে থাকে। আর যে কেউ তাঁর মাযারের পাশে একশতবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তার চাহিদা পূরণ করে দিবেন। **(আর রউদুল ফায়িক্, ১৮৮ পৃ:। তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৪ পৃ:)**

www.dawateislami.net

আমার কাজ হয়ে গেলো

হযরত ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, আমার একটা চাহিদা ছিলো আর আমি খুবই অভাবের মধ্যে ছিলাম। হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কবরে আনওয়ারে আমার হাজিরি হলো, আমি তিনবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলাম এবং এর সাওয়াব তাঁর ও সমস্ত মুসলমানের রুহে পৌঁছিয়ে দিলাম, এরপর আমার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলাম। যখনই আমি সেখান থেকে ফিরে আসলাম আমার চাহিদা পূরণ হয়ে গিয়েছিলো। **(আর রউদুল ফায়িক্ব, ১৮৮ পৃ:)**

দোয়া কবুল হওয়ার স্থান

আ'লা হযরতের পিতা, আল্লামা মাওলানা মুফতি নকী আলী খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোয়া কবুল হওয়ার স্থানসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর "আহসানুল বিয়া লিআদাবিদ দোয়া" কিতাবে বলেন: সায়্যিদুনা মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফয়েয বর্ষণকারী মাযারে অর্থাৎ তাঁর কবর শরীফে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। **(ফাযায়িলে দোয়া, ১৩৭ পৃ:)**

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের বরকত

হযরত আহমদ বিন আব্বাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি বাগদাদ শরীফ থেকে বের হলাম তখন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো, যার উপর ইবাদতের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কোথ থেকে এসেছেন? আমি বললাম: বাগদাদ শরীফ থেকে পালিয়ে এসেছি, কেননা আমি সেখানে ফ্যাসাদ দেখতে পেয়েছি, সুতরাং আমার ভয় হলো যে, মানুষকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, সেই বুযুর্গ বললেন:

www.dawateislami.net

আপনি পূনরায় ফিরে যান আর ভয় করবেন না, কেননা বাগদাদে চারজন এমন আউলিয়া কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর মাযার শরীফ রয়েছে যাঁদের বরকতে বাগদাদবাসীরা সমস্ত বিপদআপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারা কারা? বললেন: হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হযরত মারূফ কারখী, হযরত বিশর হাফী ও হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ। অতঃপর তিনি পূনরায় ফিরে গেলেন, এসব আল্লাহ ওয়ালাদের মাযারের যিয়ারত করলেন এবং সেই বছর (বাগদাদ শরীফ থেকে) আর বের হলেন না। **(তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৩ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

চারজন মাশায়িখ জীবিতদের ন্যায় ক্ষমতা রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আলী বিন হায়তী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি চারজন বুযুর্গকে দেখেছি যারা তাঁদের কবরের মধ্যেও জীবিতদের ন্যায় ক্ষমতা রাখেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী, দ্বিতীয়জন হলেন হযরত শায়খ মারূফ কারখী, তৃতীয়জন হলেন হযরত সায়্যিদুনা আক্বিল মানবিজি ও চতুর্থজন হলেন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হায়া বিন কাইস হাররানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ। **(বাহজাতুল আসরার, ১২৪ পৃ:)**

আল্লাহ গণি! শানে অলি! রাজ দিলো পর
দুনিয়া সে চলে জায়ে হুকুমত নেহি জাতে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮৩ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমার ওসিলা দিয়ে দোয়া করো

হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ভাতিজা হযরত ইয়াকুব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা হলো: আমার চাচাজান আমাকে বললেন: বৎস! যখন তোমার আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছু প্রয়োজন হয় তখন আমার ওসিলা দিয়ে তাঁর নিকট দোয়া করো। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৮ পৃ:, হাদিস: ১২৭০১)**

হযরত সারী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন; যখন তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন পড়বে তখন এভাবে চাও: হে আল্লাহ পাক! মারূফ কারখীর সদকায় আমাকে অমুক জিনিসটি দান করো। তবে নিশ্চয় যেই জিনিসটি তুমি পেয়ে যাবে। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২৩৪ পৃ:)**

কবরে হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শান

পঞ্চম হিজরির মহান বুযুর্গ, হযরত খতিব বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত শায়খ মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কবর মুবারক প্রয়োজনাদি ও চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য পরীক্ষিত। **(তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৪ পৃ:)**

ষষ্ট হিজরির জলিলুল কদর মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান বিন আলী জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযারের হাজিরির বরকত পরীক্ষিত আমল।

(সফওয়াতুস সফওয়া, ২/২১৪ পৃ:)

১৩ হিজরির ফিকহে হানাফির মহান ইমাম, হযরত আল্লামা সৈয়দ ইবনে আবেদীন শামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক বড় বুযুর্গ, তাঁর দোয়া কবুল হতো, তাঁর মাযার শরীফের ওসিলা দিয়ে বৃষ্টির দোয়া করা হতো, তিনি হযরত সারী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানীত ওস্তাদ ছিলেন।" **(রদ্দুল মুহতার, ১/১৪১ পৃ:)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে আউলিয়া! পূর্বের যুগের সময়গুলো কেমন ভালো ছিলো, লোক খুবই ভক্তি নিয়ে আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ দরবারে হাজিরি দিতো বরং তাঁদের ওসিলা দিয়ে দোয়া করতো। এখানে যেসব বুযুর্গরা হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফাযায়িল বর্ণনা করেছেন তাঁরা স্বয়ং নিজেরাই অনেক বড় আলিম ও মুফতি ছিলেন। তাঁর অন্যতম ইলমী অবদান "ফাতাওয়ায়ে শামী" আকারে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত এবং আল্লামা শামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর শান বর্ণনা করছে। আহ! তাঁর কিতাবাদি থেকে উপকার অর্জনকারীরা তাঁর চরিত্র ও আদর্শকেও অনুসরণ করুন এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর ব্যাপারে নিজেদের চরিত্র ও চিন্তাধারা শুদ্ধ করুন।

মরহুম ডাক্তার আব্দুল কাদির খানের কালাম

মরহুম ডাক্তার আব্দুল কাদির লিখেন: ভোপালের মধ্যে এক প্রাচীন আলিম সাহেব আমাদের স্কুলের বাচ্চাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর ব্যাপারে বলতেন এবং নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওসিলা পেশ করার উৎসাহ দিতেন। সেই দোয়াটি হলো:

খোদা ওয়ান্দ বামাক্বসুম দম রসান যুদ বা হক্বে হযরত মারূফ কারখী
নিগাহদারী আফত হায় চরখী বাহক্বে হযরত মারূফ কারখী

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! হযরত মারূফ কারখীর ওসিলায় আমার উদ্দেশ্য দ্রুত পূরণ করো!

www.dawateislami.net

হযরত মারূফ কারখীর ওয়াস্তে আসমানী ও জমিনি বিপদাপদ থেকে আমাকে হেফাযত করো!

"হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ" সম্পর্কে এই কালাম (১৩ জুলাই) প্রকাশিত হওয়ার দুইদিন পর করাচি থেকে এক বন্ধুর ফোন আসলো যে, তার কাছে এই কালামটি অসম্ভব ভালো লেগেছে এবং সে এটির দুইশত কপি তার বন্ধু ও পরিচিতদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছে অতঃপর সে এই দোয়ার বরকতের কথা কিছুটা এইভাবে বর্ণনা দিলেন যে, তার এক বন্ধুর ছেলে তিনদিন ধরে নিখোঁজ ছিলো। অনেক খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করলো এমনকি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করার পরও ছেলেকে পাওয়া যায়নি আর বুকের উপর ধৈর্যের পাথর রেখে বসে রইলো । তিনি তার বন্ধুকে এই কালাম পাঠ করে হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওসিলা দিয়ে দোয়া করতে বললেন, তখন তিনি অযু করলেন, দুই রাকাত হাজতের নফল নামায আদায় করলেন এবং খুবই বিনয়ি হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট হযরত মারূফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওসিলা দিয়ে নিজের সন্তান ফিরে পাওয়ার দোয়া করলেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী, সে নামায ও দোয়া শেষ করে বসে গেলো, আধাঘন্টাও অতিবাহিত হয়নি দরজায় করাঘাত করা হলো, সে বাইরে গিয়ে দেখলো তার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাকে দরজায় রেখে গিয়েছিলো। **(জঙ্গে আখবার, ১৩ জুলাই)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের সকলের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বণ্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net